রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ২৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১১, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫১৯—৫২৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৬৯—৬৯৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৩৭—৬০৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩/১৪ মে ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৯৩.২৫.১৯৬**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব শেখ সোহেল মাহমুদ, পিতা-শেখ হাবিবুর রহমান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৩২.২৫.১৯৭**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বান্দরবান জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মেনুসাং মার্মা, পিতা-চসুইমং মার্মা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারি হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৭ মে ২০২৬

বিষয়ঃ গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ০৩ নং টোক ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার শেখ এর নিকাহ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭২.০৩-৭৩**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ০৩ নং টোক ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার শেখ এর বিরুদ্ধে আনীত বর মোঃ মাসুদ মিয়া ও কনে নার্গিস আক্তারের বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা দেনমোহর ধার্য করতঃ তন্মধ্যে স্বর্ণালংকার বাবদ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধ উল্লেখে নিবন্ধন করা (রেজিস্টার নং এ, ভলিউম নং ০১/১৭, পৃষ্ঠা নং ৫২) সত্ত্বেও পরবর্তীতে কনে পক্ষকে দেনমোহরের পরিমাণ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা উল্লেখ করতঃ নিকাহনামার ১৫ নং ক্রমিক ফাঁকা রেখে সম্পূর্ণ দেনমোহর বকেয়া দেখিয়ে নিকাহনামার সত্যায়িত প্রতিলিপি সরবরাহ করার অভিযোগটি অভিযুক্ত নিকাহ রেজিস্ট্রারের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ায় এবং তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১১ অনুযায়ী অসদাচরণের শামিল হওয়ায় এবং এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রেরিত কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তার নামীয় নিকাহ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

একইসাথে, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ০৩ নং টোক ইউনিয়নের অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণাপূর্বক উক্ত অধিক্ষেত্রে অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য সংলগ্ন (সন্নিকটবর্তী) কোনো অধিক্ষেত্রের নিকাহ রেজিস্ট্রারকে বিধি মোতাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য এবং সাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার শেখ এর নিকট হতে বালাম বহিসহ নিকাহ রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজাদি সংগ্রহ করার জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, গাজীপুর-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। শূন্য ঘোষিত অধিক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ না থাকলে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের নিমিত্ত মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৬ মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, গাজীপুর/সাব-রেজিস্ট্রার, কাশাসিয়া, গাজীপুর-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩/14 মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).১৬৫**—০৫ মে ২০২৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কোর কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে জুয়া, অনলাইন জুয়া, অবৈধ বেটিং প্লাটফর্ম, আর্থিক প্রতারণা ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, এনটিএমসি

সদস্যবৃন্দ

২. বিটিআরসি-এর একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা

৩. এনএসআই-এর একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা

৪. ডিজিএফআই-এর একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা

৫. এসবি-এর একজন পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তা

৬. সিআইডি-এর একজন পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তা

৭. র‍্যাব-এর একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা

সদস্য-সচিব

৮. রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার, এনটিএমসি

২। কমিটি গঠনের তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে এবং গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে. এম. ইয়াসির আরাফাত
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৮ মে ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৮.২৩-১৯০—যেহেতু, জনাব মোঃ হাসান নাহিদ চৌধুরী (বিপি-৭২০৫১১৬৯৭২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার), আরআরএফ, সিলেট ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, শেরপুর হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখ রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় ময়মনসিংহ এস-১-২০২১-২৪২৫ নং স্মারকমূলে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ নুরুল হুদা (বিপি-৭৭৯৬০৪১৫২৪), আরও-১, রিজার্ভ অফিস, পুলিশ লাইন্স, শেরপুর ও তাঁর ড্রাইভার কনস্টেবল-৮৭ মোঃ সোহাগ হোসেন (বিপি-৮৬০৬১০৭৪৫৪), শেরপুর জেলা ও বর্তমানে ৫ এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকাদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্ত শেষে ফলাফল অবহিত করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক তাঁকে নির্দেশনা প্রদান করা হলে উক্ত পত্রটি ২৫-০৮-২০২২ তারিখ পর্যালোচনান্তে নিজের খেয়াল খুশিমত পুনরায় তদন্ত করার মন্তব্য করেন এবং তাঁর অধীনস্থদের শৃঙ্খলা-বহির্ভূত অপেশাদার কর্মকাণ্ড অনুসন্ধানপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নথিটি পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় ফেরত প্রদান করেন। একইসাথে তিনি অতিরিক্ত ডিআইজি, ময়মনসিংহের অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে কনস্টেবল মোঃ সোহাগ হোসেন (বিপি-৮৬০৬১০৭৪৫৪০), এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ নুরুল হুদা (বিপি-৭৭৯৬০৪১৫২৪), এসআই (নিরস্ত্র) মিঞা মোহাম্মদ জোবায়ের খালিদ (বিপি-৭৬৯৪০১১৬২৯), এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ আজিজুল হক (বিপি-৭৬৯৭০৩৮৮৩৬) এবং এসআই (নিরস্ত্র) আজিজুল হাসান (বিপি-৯২১৯২২৩৩১৫)-গণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্ত শেষে ফলাফল অবহিত করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক তাঁকে নির্দেশনা প্রদান করা হলে উক্ত পত্রটি গত ১৫-০৮-২০২২ তারিখ পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা/বিভাগীয় মামলা গ্রহণ না করে বিরূপ মন্তব্য করে নথিটি তাঁর অফিসে ফেলে রাখেন। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০১০/২০২৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮-০৯-২০২৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০২। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত অন্তে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

০৩। যেহেতু, তঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক তাঁকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ২৫-০২-২০২৪ তারিখ ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

০৪। যেহেতু, পরবর্তীতে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁকে '০১ (এক) বৎসরের জন্য নিম্ন বেতনগ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬ নং প্রবিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড চূড়ান্তকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী '০১ (এক) বৎসরের জন্য নিম্ন বেতনগ্রেডে অবনমিতকরণ'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ হাসান নাহিদ চৌধুরী (বিপি-৭২০৫১১৬৯৭২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার), আরআরএফ, সিলেট ও সাবেক পুলিশ সুপার, শেরপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর প্রমাণিত অভিযোগে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী '০১ (এক) বৎসরের জন্য নিম্ন বেতনগ্রেডে অবনমিতকরণ' দণ্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১১ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭২.২২.৩৪৪—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৯৩৩৯ মেজর আহনাফ আকীফ, পদাতিক-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮ (সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১১৮.২১.৩৪৫**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৭৯৭৩ মেজর মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮ (সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৮ মে ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৭০.১৮.০০০৬.২৪-৪২০**—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন)(সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ধারা ২৫ক এর উপধারা (১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে কর্পোরেশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর নামের পাশে বর্ণিত সিটি কর্পোরেশনের পূর্ণকালীন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	সিটি কর্পোরেশন
১.	এম, আর ইসলাম স্বাধীন পিতা- আজমল হোসেন মাতা- রওশন আরা বেগম ঠিকানা-গ্রাম-বকসি বাজার সড়ক, মলতী নগর, ডাকঘর-বগুড়া-৫৮০০, বগুড়া সদর, বগুড়া।	বগুড়া সিটি কর্পোরেশন

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ধারা ২৫ক এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বিধি মোতাবেক ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল ইসলাম
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৭ মে ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.০৩৬.১২২.২৭.০০০৫.২৫-২১৩**—যেহেতু, জনাব এ. আর. এম তাওহীদুর রহমান, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮, মিরপুর, ঢাকা ও বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ-২, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে তার অধঃস্তন কর্মকর্তা জনাব লিটন মল্লিক, প্রাক্তন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-১৫, মিরপুর, ঢাকা বিগত ২১-০৫-২০২৩ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা সংক্রান্ত পত্রটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, জনাব লিটন মল্লিক বিগত ২১-০৫-২০২৩ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে জনাব লিটন মল্লিকের বিরুদ্ধে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ০৮-১০-২০২৩ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২২০.২৭.৬৩৭.২৩-৩৫৭ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ০১-১১-২০২৩ তারিখে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০২/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তৎপরবর্তীতে, তিনি বিগত ১৮-১০-২০২৩ তারিখে ২৫.৩৬.২৬৪৮.৫৩২.১৬.০২.২৩-৬৩৬ নং স্মারকমূলে জনাব লিটন মল্লিকের ছুটি মঞ্জুরের আবেদনটি কোনো রকম যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে যথাযথা কর্তৃপক্ষ হিসেবে সুপারিশসহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন। যা একই তারিখে মঞ্জুর করা হয়। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপুস্থিত থাকায় তার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জনাব লিটন মল্লিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায় এবং মেডিকেল সনদ সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও গত ২১-০৫-২০২৩ হতে ২৩-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৪ মাস ২ দিন চাহিত অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের সুপারিশ সমীচীন হয়নি। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০৩/২০২৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এ. আর. এম তাওহীদুর রহমান ০৫-০৪-২০২৬ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ০৬-০৫-২০২৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান বক্তব্য পেশ করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, নথিপত্র, অভিযুক্তের জবাব এবং অপরাধের মাত্রা পর্যালোচনাক্রমে লঘুদণ্ড প্রদান যৌক্তিক ও ন্যায়ানুগ মনে হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৩। সেহেতু, জনাব এ. আর. এম তাওহীদুর রহমান, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮, মিরপুর, ঢাকা ও বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ-২, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০২৬ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৯ মে ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.০৩৬.১২২.২৭.০০১৮.২৫-২২০**—জনাব মানিক লাল দাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল গণপূর্ত সার্কেল, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোরে কর্মরত থাকা অবস্থায় 'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের স্টাফ নার্স ডরমেটরি ভবন নির্মাণে অনিয়ম/দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি, সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি, দরপত্র সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রাদি তথা-দরপত্রের প্যাকেজ, ভবন নির্মাণে দরপত্র আহবানের লক্ষ্যে প্রণীত ব্যয় প্রাক্কলন এবং প্রাক্কলন প্রণয়নকারী, সুপারিশকারী ও অনুমোদনকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা, একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আইএমইডি কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন, স্টাফ নার্স ডরমেটরি ভবন নির্মাণে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান এবং ডরমেটরি ভবন নির্মাণে মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যত্যয়/Scope of Work পরিবর্তন হয়েছে কি-না ইত্যাদিসহ এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন/বিষয়াদি পর্যালোচনা এবং কমিটি কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে তার কর্মকালীন সময়ে 'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের স্টাফ নার্স ডরমেটরি ভবনটি ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ ও ঠিকাদার নিয়োগে দাপ্তরিক প্রাক্কলন অনুমোদনের পূর্বেই দরপত্র আহবান, দরপত্র সুপারিশ ও অনুমোদন এবং চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি কাজগুলোতে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ও অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০৩/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মানিক লাল দাস ০৭-১২-২০২৫ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ২০-০১-২০২৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খানকে সদস্য এবং উপসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে "কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের স্টাফ নার্স ডরমেটরীর ৩য় ও ৪র্থ তলার ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রকৃতপক্ষে বিগত ১৬-০৭-২০১৮ তারিখ যশোর সার্কেলে কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব কাজী ওয়াসিফ আহমাদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে অর্থাৎ উক্ত সময়ে জনাব মানিক লাল দাস, যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন না। তিনি উক্ত পদে বিগত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখে যোগদান করেন। ফলে 'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের স্টাফ নার্স ডরমেটরীর ৩য় ও ৪র্থ তলার ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন অনুমোদনের বিষয়টি দরপত্র আহ্বান, অনুমোদন এবং চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংঘঠিত হওয়ায় বিষয়টি যথাযথ নয় বিধায় জনাব মানিক লাল দাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর গণপূর্ত সার্কেল-এর উপর বর্তায় না" মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

০৩। জনাব মানিক লাল দাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল গণপূর্ত সার্কেল, বরিশাল ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৩/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে 'অব্যাহতি' প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩/০৩ মে, ২০১৬

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩০.০১২.১৭-৩৪—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এর (১) ও (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে "ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৫ এবং ১১৪ (১) এর বিধানের প্রয়োগ হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ২৩ মার্চ ২০২৬ হতে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন অথবা কেন্দ্রীয় তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিতে হইবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;

৫। কেবল মাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]
প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩/১৩ মে ২০২৬

নং ৪০.০০.০০০০.১১.০৯.০০১.২৪-৩২৮—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৫-২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.০৬.১৫.২২.১২৬ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনামতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত ১১-২০ (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) গ্রেডের পদে বিভাগীয় নিয়োগ/পদোন্নতি/উচ্চতর গ্রেড প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে কমিটি পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. যুগ্মসচিব/উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সমমর্যাদার কর্মকর্তা (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি)

৩. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সমমর্যাদার কর্মকর্তা (অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি)

৪. উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক/(বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন সচিবালয়ের প্রতিনিধি)

সদস্য-সচিব

৫. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বেতন স্কেল এর ১১-২০ গ্রেড পদে (বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের আওতা বহির্ভূত) সরাসরি নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(খ) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বেতন স্কেল এর ১১-২০ গ্রেডের পদে উচ্চতর টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদানের সুপারিশ (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত প্রাপ্য বকেয়া); এবং

(গ) কোনো বিশেষজ্ঞ/কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধির প্রয়োজন হইলে, সেইক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিন্নাত শহীদ পিংকি
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/১৯ মে ২০২৬

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৫৩.২৪-১৬৫—যেহেতু ডা.সামান্তা শেফিন, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, সদর নীলফামারী-এর বিরুদ্ধে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তিনি ০১-০৭-২০২১ তারিখ হতে ০২ বছর ০২ মাস পর্যন্ত ডিপ্লোমা (অবস এন্ড গাইনি) (চলমান) কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ০৩-০৭-২০২৩ তারিখে উপপরিচালক, নীলফামারী বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করে কোর্স সমাপ্তির উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে যান। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ডিপ্লোমা কোর্স অধ্যয়নরত অবস্থায় ০২ (দুই) মাস ব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত অংশ গ্রহণ করেন। তিনি একটি ২ (দুই) বছর মেয়াদী কোর্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় অন্য একটি কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন। গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে তার বিশেষ বুনিয়াদি কোর্স প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে তাকে অবমুক্ত করা হয় এবং ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে তার কর্মস্থলে যোগদানের কথা থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের ০১ মাস ০৬ দিন পর ২৬-১১-২০২৩ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন। তিনি ২৬-১১-২০২৩ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করে পরের দিন হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

০২। যেহেতু উক্ত অপরাধের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও পলায়ন এর অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১২-০১-২০২৫ তারিখের ৫৯.০০.০০০০. ১১৭.২৭. ১৫৩.২৪-৮(১) নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ১৩-০৩-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বলেন, তিনি বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক ও শারীরিক সমস্যার কারণে চাকরিতে যোগদান করেও চাকরি করতে পারেননি। তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি চেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

০৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. সামান্তা শেফিন, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, সদর নীলফামারী-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে ডা. সামান্তা শেফিন তদন্তকালীন ব্যক্তিগত শুনানিতে জানান যে, তাঁর শারিরীক ও পারিবারিক সমস্যার কারণে তিনি চাকরিতে যোগদান করেও চাকরি করতে পারেননি। সার্বিক বিবেচনায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) মোতাবেক আনীত **"অসদাচরণ" ও "পলায়ন"** এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার আদেশ প্রদান করা হলো। তিনি দন্ডের মেয়াদ শেষে স্থগিত সময়ের বেতন বৃদ্ধির সুযোগ প্রাপ্য হবেন না। তার ০১-০৭-২০২১ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী
সচিব।